সংবাদ

তারিখ . 13 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

মোরেলগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় কর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ : নির্বিকার কর্তৃপক্ষ

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতি-অনিয়ম ফাঁস হলেও টনক নড়েনি কর্তৃপক্ষের। অভিযোগ উঠেছে কতৃপক্ষও এ দুর্নীতির নেপথ্যে রয়েছে। কারন স্থানীয় সংসদ সদস্য ওই শিক্ষা কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলির সুপারিশ করেও তাকে শাস্তি দিতে বা বদলি করতে পারেনি। এ খবর একাধিক পত্রিকায় খবর প্রাকশিত হয়েছে। বরং মোরেলগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এখন রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অর্থবাণিজ্যের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। ফলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাসুম বিল্লাহ যোগদানের পরে প্রকাশ্য দুর্নীতি করেন বলে অভিযোগ শিক্ষকদের মাত্র আড়াই বছরে তিনি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন মোরেলগঞ্জ উপজেলা থেকে। স্থানীয় সংসদ সদস্য ডাঃ-মোজাম্মেল হোসেন ওই দুর্নীতিবাজ শিক্ষা অফিসারকে অন্যত্র বদলির জন্য সুপারিশ করলেও তা কাজে আসেনি। এখন এমপি'র সুপারিশে'র বিষয় নিয়েও নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে। এর আগে তার বিরুদ্ধে মোরেলগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মাসুম বিলাহ শিক্ষক বদলি, স্পিং বরাদ্দের টাকা, উপকরণ ক্রয়, ৯৮টি বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ, ১৬০টি বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামত, বাড়তি দামে প্রশ্নপত্র বিক্রি ও সাজেশন বিক্রিসহ বিভিন্ন খাত থেকে গত আড়াই বছরে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। জাতীয়করণকৃত ১৬৫টি বিদ্যালয়ের সার্ভিস বই হালফিল করার জন্য সাড়ে ৬শ' শিক্ষকের নিকট থেকে ১৫শ' টাকা করে নিয়েছেন। এই শিক্ষকদের প্রথম বিল করার জন্য আবারো তাদের নিকট থেকে ১৫শ' টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব কারনে মাসুম বিলাহকে অন্য কোথাও বদলি করার জন্য সুপারিশ করেছেন স্থানীয় এমপি। গত বৃহস্পতিবার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্নীতি অভিযোগ এনে প্রেস ব্রিফিং করেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ লিয়াকত আলী খান ও ডেপুটি কমান্ডার আকরামুজ্জামান। প্রেস ব্রিফিংয়ে লিখিত অভিযোগে বলা হয়, শিক্ষা অফিসার মাসুম বিলাহ ২০১৫ সালে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষক বদলি করে ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন । ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৯৯টি বিদ্যালয়ে ভ্যাট বাদে ১৪ হাজার ৪শ' টাকা করে স্লিপ বরাদ্দ আসে। ওই টাকা থেকে ৭ হাজার টাকা করে নিয়ে মাত্র ১২শ' টাকার উপকরণ ধরিয়ে দেয়া হয় শিক্ষকদেরকে। চাকরি করার স্বার্থে তার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষক মুখ খুলতে সাহস পায়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে ৯৮টি বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগে প্রতিটিতে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। অভিযোগে আরো বলা হয়েছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৩০২টি বিদ্যালয়ে স্লিপ বরাদ্দের ১৫ হাজার টাকা হতে ভ্যাট দেয়ার কথা বলে ১৭৫০ টাকা থেকে ২৫শ' টাকা পর্যন্ত কেটে নিয়েছেন ওই শিক্ষা অফিসার। এ বছর ২য় সাময়ীক পরিক্ষার প্রশ্নপত্র বাড়তি দামে বিক্রি করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মাসুম বিলাহ মুঠোফোনে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়। [illegible]